যুগান্তর

তারিখ ... 2 8 JUN 200
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৭

একাদশ শ্রেণীতে শূন্য থাকবে সাড়ে চার হাজার আসন

বরিশালে রেকর্ড পাস সত্ত্বেও বোর্ড পার্সেন্টিজ পায়নি ১৮৭ প্রতিষ্ঠান

বরিশাল ব্যুরো

এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারে নয়া রেকর্ড সত্ত্বেও বোর্ড পার্সেন্টিজ পায়নি বরিশাল জেলার ১৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পাশাপাশি বরিশাল নগরীর ১৫টি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার আসন শূন্য থাকার আশংকা করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। এদিকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস না করা দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। বৃহস্পতিবার ঘোষিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এই বছর রেকর্ড সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই প্রায় ১৭শ'। উল্লেখনীয় এই ফলাফল নিয়ে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকরা আনন্দ-উল্লাস করলেও প্রদীপের ঠিক নিচেই রয়ে গেছে অন্ধকার। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বরিশাল জেলার ৩৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে ১২ হাজার ৫৪ জন। ২০০১ সালে বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথম এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করল এখানে। কিন্তু তারপরও জেলার ১৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে জোটেনি বোর্ড পার্সেন্টিজ বা বোর্ড কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি নির্ধারিত পাসের হার। বরিশাল মহানগরীতেই ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৬টি পিছিয়ে পড়েছে বোর্ড পার্সেন্টিজ থেকে।

বরিশালে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

বরিশালে : বোর্ড পার্সেন্টিজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া কাশারখালী কেন্দ্রের ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি, বাবুগঞ্জ কেন্দ্রের ২৭টির মধ্যে ১৩টি, বানারীপাড়ায় ১৮টির মধ্যে ৪টি, বাইশারীতে ১৩টির মধ্যে ৩টি, চাখারে ৮টির মধ্যে ৪টি, বাকেরগঞ্জে ২২টির মধ্যে ১২টি, কলসকাঠিতে ১২টির মধ্যে ৯টি, উজিরপুরে ২০টির মধ্যে ১৩টি, ধামুরায় ৯টির মধ্যে ৪টি, হাবিবপুর কেন্দ্রে ১৭টির মধ্যে ৫টি, গৌরনদীতে ১৮টির মধ্যে ৫টি, মুলাদীতে ৩২টির মধ্যে ১৬টি, মেহেন্দীগঞ্জে ২৫টির মধ্যে ১৬টি, আগৈলঝাড়ায় ২৮টির মধ্যে ১৭টি, হিজলায় ১৫টির মধ্যে ৮টি, আগরপুরে ৮টির মধ্যে ৭টি, উলানিয়ায় ৫টির সবকটি এবং কাজীরহাটে ১৭টির মধ্যে ১২টি বোর্ড পার্সেন্টিজ পায়নি।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের কর্মকর্তারা জানান, বোর্ড পার্সেন্টিজ না পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। তাছাড়া বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন যে ১১টি স্কুল থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি তাদের বেতন-ভাতা বন্ধে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে রেকর্ড সংখ্যক এসএসসি পরীক্ষার্থী পাস করার পরও বরিশাল মহানগরীর ১৫টি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে সাড়ে ৪ হাজার আসন শূন্য থাকার আশংকা করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান যুগান্তরকে বলেন, চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল মহানগরীর ৭৫টি স্কুলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২ হাজার ৭৬৯ জন পাস করেছে। অথচ বরিশাল মহানগরীতে থাকা ১৫টি কলেজে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসনের সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজার। এর সঙ্গে বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী মিলিয়ে আসনের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭ হাজার ৭০০। বরিশাল নগরীর খ্যাতনামা স্কুলগুলো থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের অনেকেই যেমন ঢাকায় গিয়ে ভর্তি হয় তেমনি মফস্বলের বেশ কিছু শিক্ষার্থী আসে বরিশালে। এর বাইরে ছাত্র সংখ্যায় খুব একটা হেরফের হয় না প্রায় কখনোই। এই হিসাবে ১৫টি কলেজে ভর্তি হবে কমবেশি প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী। বাকি সাড়ে ৪ হাজার আসন থেকে যাবে শূন্য। গত বছরও নগরীর কলেজগুলোকে প্রায় একই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে।